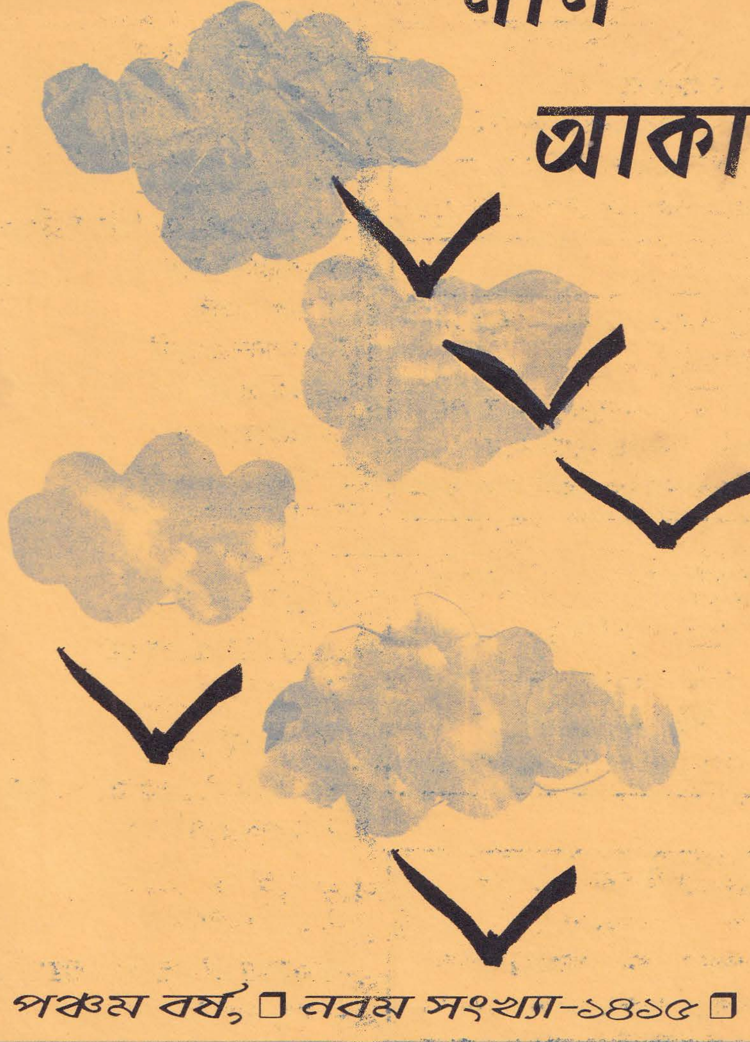
ছোটদের

নীল আকাশ



পঞ্চম বর্ষ, ▢ নবম সংখ্যা-১৪১৫ ▢

● যুগ্ম সম্পাদক : সুভাষ মুখোপাধ্যায়
রমেন্দ্রনারায়ণ বিশ্বাস



পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ সুভাষ মুখার্জী

স্ক্যান ঃ ইলা কুণ্ডু

এডিট ঃ সুজিত কুণ্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

ছোটদের

নীল আকাশ

৫ম বর্ষ ❒ নববর্ষ সংখ্যা ❒ ষান্মাসিক, ১৪১৫, বৈশাখ, ইং-২০০৮

সহযোগী সম্পাদনা

- তপন ভট্টাচার্য

বিনিময় মূল্য ঃ- ২০টাকা

মুখ্য পৃষ্ঠপোষক

- শ্যামলকুমার বিশ্বাস, বরাহনগর, কলকাতা

যুগ্ম সম্পাদক ঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়
রমেন্দ্রনারায়ণ বিশ্বাস

'নীল আকাশ' -এর গল্প সংখ্যার জন্য লেখা পাঠান।

শারদীয়া সংখ্যার জন্য আগামী আগষ্ট '০৮ এর মধ্যে লেখা পাঠান।

সম্পাদকীয় ঃ—

বৈশাখের দাবদাহ চলছে। হয়তো গরমের ছুটি এবার আগেই হয়ে যাবে, গরমের ছুটিতে তোমরা কত আনন্দ করবে।

পাশাপাশি পড়াশোনাও চালাতে হবে ভবিষ্যতের কথা ভেবে।

গরমের ছুটিতেই বেশি করে পড়ে নাও রবীন্দ্রনাথ, সুকুমার রায়, লীলা মজুমদারের সাহিত্যকে, আরও যাদের পড়া হল না আস্তে আস্তে তাদেরকেও জেনে নাও।

সমস্যার নানাদিক অতিক্রম করে 'নীল আকাশ' তোমাদের হাতে পৌঁছোবে একটু দেরিতে, মন দিয়ে পড়ে নাও। সাবধানে থাকবে, ভালো থাকবে।

——oo——

আবেদন

- লেখক বন্ধুদের কাছে আবেদন —পোষ্টকার্ডে লেখা পাঠাবেন না।
- যথেষ্ট সময় থাকতে লেখা পাঠান।
- ছোট ছড়াটি পাঠাতে অনুরোধ রইল।
- পত্রিকা পড়ে সমালোচনা করুন।
- ছোট্ট বন্ধুরা —আঁকা, ক্যুইজ, ছড়া, পাঠিয়ে দাও।

স্বপ্ন কবে . . . . . . .সফল হবে ?

গেয়েছিলে কবি তুমি 'সাম্যের গান'
চেয়েছিলে, বাধা হোক ভেঙে খানখান।
ফুটুক সবারই বুক জুড়ে 'ঝিঙেফুল'
স্বপ্ন সফল হয়েছে কি নজরুল ?

শোনেনি তোমার 'ফরিয়াদ' ভগবান
মোছেনি অশ্রু, ঘোচেনি তো ব্যবধান।
বুকের গভীরে নামছে শোষণ-মূল
স্বপ্ন সফল হয়নি তো নজরুল ?

'কাণ্ডারী আজও হয়নি হুঁশিয়ার
বঞ্চিত-বুকে সঞ্চিত হাহাকার।
লাঞ্ছিত মনে বাঞ্ছিত নয় হুল
স্বপ্ন সফল কবে হবে নজরুল ?

'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' তুমি কবি
এঁকেছিলে বুকে সর্বহারাদের ছবি।
'বিদ্রোহী', তুমি মানোনি তো কোনও ভুল
স্বপ্ন সফল হয়েছে কি নজরুল ?

কুলি মজুরেরা আজও সয় অপমান
ভুলে যায় লোকে শোষিতের অবদান।
নিঃস্ব মানুষ পায় নাকো খুঁজে কূল
স্বপ্ন সফল হয়নি তো নজরুল ?

আসবে কি কবি সত্যি সে শুভদিন ?
হুজুরেরা শোধ দেবে মজুরের ঋণ ?
বদল হবে না সমাজ কি একচুল ?
স্বপ্ন সফল কবে হবে নজরুল ?

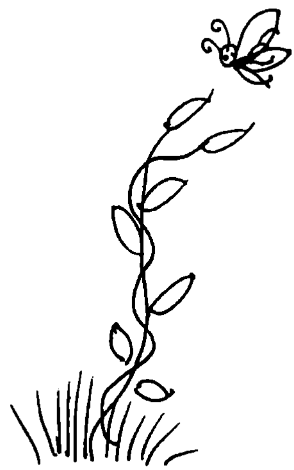
পালিয়ে গেছে দস্যু

স্বপ্ন ছিলো— পৌঁছে যাবো আজ থেকে কাল পরশু—
ফুল মুকুলের দোলনা ছিঁড়ে পালিয়ে গেছে দস্যু।
কোথায় গেছে ? কেউ জানে না— মনের ভিতর দ্বন্দ্ব
হারিয়ে গেলো স্বপ্ন দেখার যা কিছু সব ছন্দ।

ছন্দ হারা ছন্ন ছাড়া জীবন এখন ভুল কি ?
গায়ে এসে ছড়িয়ে পড়ে লাল আগুনের ফুলকি ?
কোথায় যাবো গা জুড়াবো? ক্লান্তি শুধু ক্লান্তি
ঘরে বসে আওড়ে চলি ওঁ শান্তি শান্তি !

শান্তি উধাও— চতুর্দিকে লুঠ দাঙ্গা সন্ত্রাস
ভাবনাগুলে মনে সবার করছে শুধু হাঁসফাঁস !
নিজের ঘরেই নিজে নিজেই আজকে কেমন জব্দ
যন্ত্রণাতে হাত পা ছুঁড়ি— নেই মুখে টু শব্দ।

ভেবেছিলাম দূরে যাবো আজ থেকে কাল পরশু—
স্বপ্ন ছিঁড়ে পালিয়ে গেছে জানিনা কোন দস্যু।



টেঁকো মাথায় ছাতা

রোদ বৃষ্টি নেই কো তবু নন্দ খুড়ো রোজ
ছাতা মাথায় পথ চলেছে? আছে কোথাও ভোজ?
দারুণ শীতে শিরশিরিয়ে বইছে শীতল হাওয়া
চাদর বিহীন গায়ে কেন হনহনিয়ে যাওয়া?

মিষ্টি রোদে বেশ তো লাগে— গরম হবে গা
ছাতায় কেন আড়াল করে—? ভেবেও তো পাই না!
প্রশ্ন করি "নন্দ খুড়ো ছাতা মাথায় নিয়ে
বারোটি মাস থাকো কেন? হাসছে মারে ঝিয়ে !"

প্রশ্ন শুনে বললো খুড়ো "বুঝবি কি আর বা
চুল গিয়েছে উড়ে কখন—মাথায় বিরাট টাঁক্
টাঁক ঢাকতে ছাতা মাথায় চলি দিনে রাতে
শীত গ্রীষ্ম বর্ষা এলেও ছাতা থাকে সাথে !

ছাতা আমার সঙ্গি— ছাতা রাঙা চাঁদের হাট—
ছাতায় ঢাকি টেকো মাথা—মাথা গড়ের মাঠ।



পাহাড়তলীতে

মউ ঝুর্ ঝুর্ মহুল বলে মহুল রসের বাদল—
ধিনতা ধিনাক পাহাড়তলীর বাজছে আজি মাদল
হুর গীজা ঘীন ধিতাং ধিতাং সাঁওতালদের নাচ
বাজছে বাঁশি মন উদাসী—বল পাহাড়ে আজ।

কান পেতে শোন ছোট্ট নদীর ঝির ঝিরেনী গান
তিতির ডাকে কাছে পিঠে—দেয় ভুলিয়ে প্রাণ
পাহাড়তলীর সুরে সুরে হারিয়ে গেছে মন
সবুজ রঙের ছোঁয়ায় ভরা বনের ভিতর বন।

বন পেরিয়ে পাহাড় দেখি— পাহাড় ছেড়ে মাঠ
পদ্ম ফোটা দিঘির আহা আলোক মাখা ঘাট
সেই ঘাটেতে সিনান করে চুল এলিয়ে কে?
রূপ কাহিনীর রাজকন্যে এখন দেখে নে।

মুচকি হাসে— আড় চোখে চায়— আলতা রাঙা পা
হলুদ রোদের ঢল নেমেছে—ঝলমলাছে গা।



নববর্ষের তিন টুকরো

উপেনখুড়ো খুব সেজেছে
বাংলা নববর্ষে,
গিলে করা পাঞ্জাবীতে
বুক বরাবর চিকণ ফিতে,
দেখেই মনে হচ্ছে যেন
বিয়ের নব বর সে।

পঞ্জিকাকে চলতি কথায়
আমরা বলি পাঁজি,
কাকুর চিঠি দেখছি প'ড়ে,
'পাঁজি' বানান কি নড়বড়ে,
চন্দ্রবিন্দু না দেওয়াতে
পাঁজি এখন পাজি।

পয়লা বোশেখ দোকানে গেলেই
দ্যায় খেতে দরবেশ,
বলল সেদিন বিপত্তারণ,
'বল্ তো দেখি দেওয়ার কারণ?
আসলে যে দোকান মানেই
জিনিসের দরবেশ।'



ভাসাভাসি

বর্ষা এলে বানভাসি,
সুর শুনলে গান ভাসি,
পৌষমাসে ভরলে গোলা
তখন অবার ধানভাসি।

ক্রিকেট খেলা দেখতে দেখতে
সবাই তো হই রানভাসি,
ঝুট-ঝামেলা জুটলে আবার
তখন তো হয়রান ভাসি।

যান জটে কেউ আটকে প'ড়ে
হতেই পারে যান ভাসি,
পয়সা কড়ির টান পড়লে
তখন পকেট-টানভাসি।

পড়লে গরম ফ্যানের হাওয়ায়
হই অনেকেই ফ্যানভাসি,
ফিলম্ দুনিয়ার সেলিব্রিটি,
তাঁরা তাঁদের ফ্যানভাসি।

এক বলে, দুই

এক বলে, দুই, আজকাল তোর
বদনাম খুব বাজারে,
শুনি তুই ছুঁলে ভিখিরিও নাকি
রাতারাতি হয় রাজা রে !
দুই বলে সে তো সুনামের কথা,
বদনাম বলে তাকে কি ?
বরং বল্ না তুই তোর মত
মেলে কেউ বিশ লাখে কি
এক বলে, তুই আসল দোষটা
বুঝতে বোধ হয় চাস না,
তাই তোর বদনাম টার
কারণ দেখতে পাস না।
শূন্য পকেটে রাতারাতি কেউ
কোটিপতি হতে পারে কি?
পারলেও সেটা দু'নম্বরী যে
বলতেও কেউ ছাড়ে কি?
দুই বলে, তুই জেনেই যখন
ফেলেছিস্, ভাই, চেপে যা,
হেঁটে তো মরিস, এই টাকা নে তো,
গাড়ি কেন, কিনে চেপে যা।
এক বলে তার দরকার নেই,
এক চিরকাল এক তো,
হাঁটলেও আমি একেতেই থাকি,
তুই ভিন পথ দ্যাখ্ তো !



সুপ্তস্য সিংহ

জগদানন্দ গোস্বামী

ছুট্-ছুট্ ছুট্ দাও
দিকে দিকে প্রান্তে —
যদি চাও পৃথ্বীর
অজানা সব জানতে।
ডুব-ডুব-ডুব দাও
বনমাঝে গভীরে
যদি চাও নিতে ছবি
হৃদয়ের সবই রে।
সব কিছু তীব্রতাতে
নয় ফাঁকা অল্পে,
সিংহের মুখে মৃগ
শুনেছ কি গল্পে ?
ছুট-ডুব-খোঁড়াখুঁড়ি
সবই চায় হিম্মত,
মূল্য না ধরে দিয়ে
কোন কিছু চাওয়া মৎ।

খেলবো কানামাছি

যাও চলে যাও নাও ভাসিয়ে যেমন তোমার খুশি,
কোথায় যে মন গুনগুনিয়ে ফুট ফুটে বউটুসি ...
উড়িয়ে দিতো সবুজ পালক, ছড়িয়ে দিতো হাসি ...!
সেই হাসিতে চোখের আলো বাজাতো ফুলমাসি ।
নাম কি মাসির তাও জানোনা, বেশতো যদি বলি
দেবে তো গান অলীক সোনার আমাকে তিন কলি
সেই গানে রোজ বিভেদ ভুলে, প্রদীপ জ্বেলে, বুকে
ভালোবাসার আবীর তুলে চিরদিনের সুখে —
নাচতে নাচতে হারিয়ে গিয়ে নদীর কাছাকাছি,
ঝিনুক মাসির নাম কুড়িয়ে খেলবো কানামাছি ।

এক যে কবি



তুই নিবি তাই আতর ছড়াই, চাঁদের বাড়ি পড়তে থাকি
পড়তে পড়তে ভোর হয়ে যায়, ডাকতে থাকে শালিক পাখি !
তুই নিবি তাই পাহাড় থেকে একটি কি ফুল গড়িয়ে আসে
তার যে হৃদয় তুমুল ভাবে ছড়িয়ে পড়ে সবুজ ঘাসে
তুই নিবি তাই সাতটি হরিণ দেয় পাঠিয়ে রঙিন চিঠি
চিঠির আলোয় পথ ভেজে আর নাচতে থাকে পারুল প্রীতি
তুই নিবি তাই গাছকে বলি তুমিই কি আছো বনের পরী ?
অমনি সে এক রূপকথা গাছ দেয় সাজিয়ে গানের তরী !
তুই নিবি তাই লেখার খাতায় পালকগুলো উড়ছে কিযে !
এক এক করে জুড়ছে তাদের এক যে কবি নেশায় ভিজে ...!

বাউরী বাতাস

এইখানে এক ভোর এঁকেছি,
সেইখানে এক সাঁকো।
বললে্ আকাশ, ভুলেই্ গেছি ;
কোথায় যেন থাকো ?

আমি বললুম তাও জানো না ?
শুনবে আমার বাঁশি ?
রঙ ছড়িয়ে সে বলল না !
ছুটতে ভালবাসি !

ছুটতে ছুটতে হারালে দিন,
ছুটতে ছুটতে নদী ;
থমকে দাঁড়ায়। তিনটি হরিণ
হাততালি দেয় যদি ...!

হরিণ কোথায় ? হরিণ তো নয় !
হরিণডাঙার মাঠে,
বাউরী বাতাস বাজিয়ে সময়
এক মনে ধান কাটে ... !

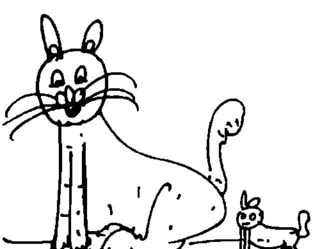
ডাকা ডাকি

বেড়াল ডেকে মিউ !
বললে কেশে হেঁটেই যাবো
রুরকি বেলিভিউ !!

কুকুর ডেকে ঘেউ !
বললে হেসে নদীর ধারে
শুনবো বসে ঢেউ !!

নরম চিঁহি সুর !
বললে জেগে ছোটার আগে
দাওতো ছোলা গুড় !!

হালুম তুলে হাই !
বললে রেগে এবার বাপু
চারটি ব্যা - ব্যা চাই !!



আগমন

শ্যামাপ্রসাদ ঘোষ



শুভমের বাড়ি গ্রামের প্রান্তে সামনে পূবের মাঠ,
দূরে দিগন্তে গাছেরা নিচ্ছে আকাশের কাছে পাঠ।
জানালার কাছে শুভম, দুচোখে দৃষ্টি নির্নিমেষ,
একটু আগে পর্দা সরিয়ে রাত্রি হয়েছে শেষ।

যাবার সময় রাত্রি বলেছে : শুভম দাঁড়িয়ে থাক,
সূর্যের সাথে আজকে আসবে নতুন এক বৈশাখ।
দেখবি কীভাবে বৈশাখ আসে, কোনখানে রাখে চরণ
সামনে এলেই দু'হাত বাড়িয়ে করে নিবি তাকে বরণ।

বলেই রাত্রি যেই চলে গেল, তারারাও নিল ছুটি,
ভোরাই হাওয়ার ছোট্ট মেয়েটা হেসে খেল লুটোপুটি।
সেই হাসি শুনে পাখিও জাগল, বলল: শুভম, শোন
একটু পরেই বোশেখ আসবে— এক থেকে দশ গোন।

শুভম বলল: তা নয় শুনছি, কী করে চিনব তাকে?
যেই বলা—জোরে কাঠি পড়ে গেল দূরে গাজনের ঢাকে।
মুখুজ্যে বউ হঠাৎ বাজাল দিনের প্রথম শাঁখ,
কে যেন বলল—চুপ, চুপ, চুপ ওই দেখ বৈশাখ।

শুভম দেখল পূবের আকাশ একেবারে লালে লাল,
সেই লাল নিয়ে দুপাশে দুলছে কৃষ্ণচূড়ার ডাল।
বকুল দিচ্ছে আল্পনা আর গন্ধ দিচ্ছে জুঁই,
হাল্কা শিশিরে গা ধুয়ে দুলছে সবুজ পাটের ভুঁই।

কোকিল বলল ও ভাই শুভম, হয়েছে তো চেনা ঠিক?
শুভম বলল: এই দেখো, চোখে খুশি ঝিকমিক।
এমন সময় জানলায় এসে বলল প্রথম আলো:
এই যে শুভম, আবার এসেছি, কেমন আছিস ভালো?

নতুন

বাপ্পাদিত্য পাণ্ডে

নতুন বছর নতুন আলোয়
আয় চলে আয় ওরে
নতুন কথা পৌঁছে দেব
সবার দোরে দোরে।

নতুন করে বাঁচব সবাই
গাইব নতুন গান
নতুন করে মাতবে ভুবন
হাজারো সম্মান।

নতুন দিনের আমরা শিশু
আমরা নতুন হাসি
নতুন করে বলছি সবাই
তোমায় ভালবাসি।

হারিয়ে

বাপ্পা দত্ত

বৃষ্টি পরে বৃষ্টি পরে
বৃষ্টি পড়ে ভাই
বৃষ্টি কেন মোদের ঘরে
পরছে না যে হায়!

সূর্য্যিমামা সূর্য্যিমামা
দেখছি না তো ভাই
মেঘের ফাঁকে হারিয়ে গেছে
কেমন করে হায়!

ঝড়ো হাওয়া ঝড়ো হাওয়া
উথাল নদী-পথ—
ঝড়ের সাথে উড়ে গেল
আমার যত মত।।



আমার মা

তুলসী বসাক

আমার মায়ের হাসি দেখি তারায় ভরা নীল আকাশে
আমার মাযে ভোরে ঘাসের শীষে কোটি হীরক হয়ে হাসে
আমার মায়ের টিপের সিঁদুর নিয়ে ভোরের সূর্য ওঠে
আমার মায়ের আশীষ পেয়ে ভোরে শিউলি শালুক ফোটে
আমার মায়ের হাসিতে জগৎ পারাবারের শিশু ওঠে হেসে
আমার মা যে দু'হাতে আঁকড়ে ধরে আমায় ভালবাসে।

হিসেব

অমল ত্রিবেদী

এক টাকাতে এক জিলিপি
দশটাকাতে কয়খানা ?
বললো হেসে চালাক ছেলে
যাবেই পাওয়া নয়খানা !
শুনে আমার ভিরমি লাগে
কমলো কেন একখানা ?
বললো ছেলে আনতে দিলেই
দেবে নাকি একখানা !!
হিসেব করেই তাই বলেছি
একটা খেতাম নিজে,
এটাও তুমি বোঝ নাকো
বুদ্ধি তোমার কিযে !!!

——oo——

টু-লিমেরিক

সুভাষ মুখোপাধ্যায়



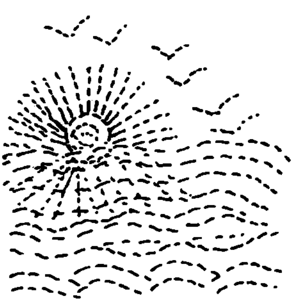
❐ ফিনিক্স গেল মঙ্গলেতে, আনবে খবর জলের
জল তুলতে দরকার তো শক্তিশালী কলের
সেখানেতো কল নেই
হারিয়ে ফেলেছে খেই
কাড়ি কাড়ি টাকা গেলো, নেই তো আশা ফলের।।

❐ ঝিকমিক ঝিকমিক আকাশের তারা
চুপচাপ তারা যেন, নেই কোন সাড়া
গুণ গুণ গান ওঠে
ফুলপরিরা ছোটে
সারারাত জেগে থাকে খোকনের পাড়া।

নববর্ষ

অনিমেষ রায়

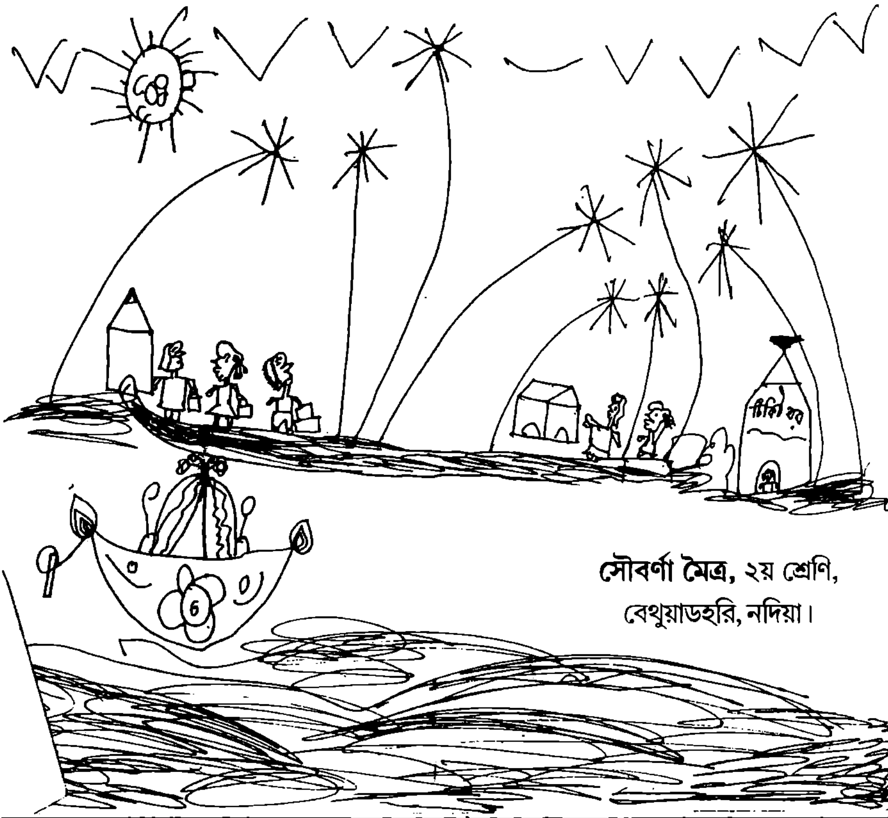
সবার মনে দিচ্ছে উঁকি
নতুন দিনের আলো,
আনন্দেতে নতুন বছর
কাটবে সবার ভালো।
বিভেদ বাধার প্রাচীরটাকে
ফেলতে হবে ভেঙে,
বুকের মাঝে আশার ছবি
উঠবে হেসে রেঙে।
আশার নেশায় বুক যে বাঁধে
ভালবাসার সুর,
এঁকে বেঁকে ছুটছে নদী
সুদূর ইচ্ছেপুর।
নতুন বছর আসলে বুকে
স্বপ্ন-রবি জাগে,
সবার আশা পূর্ণ হবে
ভাবতে ভালো লাগে।



মায়ের মুখ

চৈতন্য দাশ

ড্যাড্ডির অফিস টালিগঞ্জে
মাম্মির বালিগঞ্জে,
ড্যাড্ডি বেরয় পাঁচটা দশে
মাম্মি সাতটা দশে ;
ড্যাড্ডি-মাম্মি অফিস বেরোয়
আমার ঘুমের ফাঁকে,
ঘুমের থেকে আদর চুমে
মাম্মি কোথায় ডাকে !
কাজের আন্টি ডাকে 'বান্টি'
উঠে পড়তে বসো,
ড্যাড্ডি-মাম্মি বলে গেছে
অংকগুলি কষো।'
ড্যাডি-মাম্মি বাড়ি ফেরে
রাত্রি দশটা দশে,
চা ও কফি বানিয়ে এসে
টিভির পাশে বসে।
তখন আমি ঘুমিয়ে থাকি
আন্টির এক পাশে,
ঘুমের মাঝে আমার চোখে
আন্টির মুখ ভাসে।
সানডেতে মাম বাড়ি ফেরে
উইক শপিং সেরে,
মায়ের মুখটি আমার চোখে
আঁধার হয়ে ফেরে !



সৌবর্ণা মৈত্র, ২য় শ্রেণি,
বেথুয়াডহরি, নদিয়া।

—ঃ পত্রিকা পঞ্জী ঃ—

পত্রিকার নাম	সম্পাদক	ঠিকানা	প্রকাশ সময়
১। পরত	সমরকুমার চট্টোপাধ্যায়	কালনা, ডাঙ্গাপাড়া বর্ধমান, ৭১৩৪০৯	ত্রৈমাসিক
২। ডিং ডং পিং পং	তন্ময় গঙ্গোপাধ্যায়	বিবেকানন্দপল্লী, কালিপুর পোঃ বড়বাগান, সিউড়ি বীরভূম	ষান্মাসিক
৩। ছোটদের সোনারখনি	তুলসীদাস বসাক	বি/১/এইচ-৯, রামেশ্বর সাউ রোড কোলকাতা-১৪	ত্রৈমাসিক
৪। সঞ্চিতা	তরুণকুমার সরখেল	এ.ডি.এম.বাংলো বেলগুমা, পুরুলিয়া	ত্রৈমাসিক
৫। একমুঠো খোলা আকাশ	অরুণকুমার মণ্ডল	১/৪, জি.এন.পি.সি.রোড ফ্রেণ্ডস ক্লাব ময়দান রানাঘাট, নদিয়া	ষান্মাসিক
৬। কঁচিকাঁচা সবুজ সাথী	বিমল মুখোপাধ্যায়	১৩, জজবাগান হরিদেবপুর, কোল-৮২	ত্রৈমাসিক
৭। টুক্‌লু	অমল ত্রিবেদী	একান্তে, লোয়ার ঝরিয়াডি পুরুলিয়া, আদ্রা, ৭২৩১২১	ষান্মাসিক
৮। দেয়ালা	প্রনবকুমার চট্টোপাধ্যায়	চিলড্রেন'স পার্ক লাভপুর, বীরভূম, পঃবঃ	উল্লেখ নেই
৯। কচিকাঁচার মুক্ত আলো	বাদলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৬৮, জয়রামপুর জলা রোড কোলকাতা-৬০	ত্রৈমাসিক
১০। দুষ্টু	সুভাষচন্দ্র বসু	মালঞ্চ, রাখাজঙ্গল খড়্গপুর, পঃ মেদিনীপুর	ত্রৈমাসিক
১১। ছোটনদী	তপনকুমার বৈরাগ্য	সাহাজাদপুর, ডাক : নাদনঘাট বর্ধমান, ৭১৩৫১৫	ত্রৈমাসিক

১২।	তিতলি	শ্যামাপ্রসাদ ঘোষ	দেশবন্ধুনগর, ধুবুলিয়া নদিয়া, ৭৪১১৩৯	ষান্মাসিক
১৩।	লালপরি নীলপরি	আসরফী খাতুন	বর্ধমান	ত্রৈমাসিক
১৪।	কৈশোর	শ্রীমতী গৌরী সাহা	নবলিপি পাবলিকেশন কোচবিহার	সাপ্তাহিক
১৫।	ছড়াপত্র সুসাথী	প্রদীপ দেববর্মন	বাড়মানিকপুর, মেদিনীপুর, পিন-৭২১১০১	ত্রৈমাসিক
১৬।	নীল আকাশ	সুভাষ মুখোপাধ্যায় রমেন্দ্রনারায়ণ বিশ্বাস	ধুবুলিয়া রেলবাজার ডাক : ধুবুলিয়া, নদিয়া ৭৪১১৩৯	ষান্মাসিক
১৭।	সৌপ্তিক (বড়দের)	পার্থসারথী চৌধুরী	লোকনাথ মেডিকেল হল বেথুয়াডহরী, নদিয়া, ৭৪১১২৬	ষান্মাসিক
১৮।	এক্কা দোক্কা	বিনয়েন্দ্রকিশোর দাস	৫/১৫ রামানুজম রোড পোঃ দুর্গাপুর-৫, বর্ধমান	

শীঘ্রই প্রকাশিত হবে 'নীল আকাশ'-এর গল্প সংখ্যা, ছোটরা তোমরা লেখা পাঠাও। সঙ্গে তোমাদের জন্য বড়রাও লেখা পাঠাতে পারবে —দপ্তরে।

—"নীল আকাশ"

শতবর্ষের আলোকে

১৯০৮-২০০৮

২০০৮ সালে যে সমস্ত বিখ্যাত বাঙালী শতবর্ষে পদার্পণ করেছেন তাদের কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

লীলা মজুমদার ঃ—১৯০৮ সালে কলকাতার বিখ্যাত রায়চৌধুরী পরিবারে জন্মেছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক লীলা মজুমদার। তিনি ছিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ছোটভাই প্রমদারঞ্জনের কন্যা। ১৩ বছর বয়সে গল্প লিখে সাহিত্য জগতে প্রবেশ। তাঁর লেখা শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি হল চিরকালের গল্পগাথা, পদিপিসীর বর্মী বাক্স, গুপীর গুপ্তখাতা, পাক্‌দণ্ডী।

আশাপূর্ণা দেবী ঃ—স্কুল কলেজে পড়াশোনা না করেও বাংলা সাহিত্যে যিনি এক বিশেষ স্থান দখল করে আছেন তিনি হলেন আশাপূর্ণা দেবী। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী আশাপূর্ণা দেবীর জন্ম হয়। তাঁর লেখা প্রথম প্রতিশ্রুতি, সুবর্ণলতা, বকুল কথা, মিত্তির বাড়ি উল্লেখযোগ্য। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসের জন্য তিনি ১৯৬৬ সালে রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছেন। এছাড়া জ্ঞানপীঠ ও দেশিকোত্তম পুরস্কারেও তিনি ভূষিত হয়েছেন। ১৯৯৫ সালের ১৩ই জুলাই তাঁর মৃত্যু হয়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ—প্রখ্যাত সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে মে বিহারের দুমকা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর লেখা শ্রেষ্ঠগ্রন্থগুলির মধ্যে 'পদ্মানদীর মাঝি', 'পুতুলনাচের ইতিকথা', 'ছোটো বকুলপুরের যাত্রী', 'জননী', 'দিবারাত্রির কাব্য' উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৬ সালের ৩রা ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

প্রবোধকুমার সান্যাল ঃ—কল্লোল যুগের অন্যতম সেরা গল্পকার, ঔপন্যাসিক ও ভ্রমণ কাহিনী লেখক প্রবোধকুমার সান্যাল ১৯০৮ সালের ৭ই জুন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য বই 'হাসুবানু', 'মহাপ্রস্থানের পথে', 'দেবাতাত্মা হিমালয়', 'দুর্গমের ডাক' উল্লেখযোগ্য।

বিনয়কৃষ্ণ বসু ঃ—বাংলার সশস্ত্র আন্দোলনে অন্যতম বীর সৈনিক বিনয়কৃষ্ণ বসু ১৯০৮ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর অধুনা বাংলাদেশের ঢাকা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩০ সালে কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং অভিযানে বাদল ও দীনেশ ছিলেন তাঁর সহযোগী। চার্লস টের্গার্টের সঙ্গে তাঁদের গুলির লড়াই চলে। এই যুদ্ধ অলিন্দ যুদ্ধ নামে খ্যাত। বিনয় আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয় এবং ১৯৩০ সালে ১৩ই ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

বটুকেশ্বর দত্ত ঃ—ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এই বীর সেনানীর জন্ম ১৯০৮ সালে। তিনি হিন্দুস্থান সোসালিষ্ট রিপাবলিক্যান আর্মির সদস্য এবং বিপ্লবী ভগৎ সিং এর সহযোগী ছিলেন। দিল্লীর পার্লামেন্ট ভবনে তাঁরা বোমা নিক্ষেপ করেছিলেন।

বুদ্ধদেব বসু ঃ—১৯০৮ সালের ৩০শে নভেম্বর অধুনা বাংলাদেশের কুমিল্লা শহরে জন্মগ্রহণ করেন সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিতে রবীন্দ্র পুরস্কার দেওয়ার জন্য তিনিই প্রথম প্রস্তাব দেন। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল 'কঙ্কাবতী', 'বাইশে শ্রাবণ', 'ধূসর গোধূলি', 'রাতভোর বৃষ্টি' ইত্যাদি। ১৯৭৪ সালের ১৮ই মার্চ তাঁর মৃত্যু হয়।

জানো কি ???

১) 'গান্ধী' একটি গুজরাটি শব্দ। এর অর্থ কী?

২) গরুর পাকস্থলীর সংখ্যা কটি?

৩) বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ফল কোনটি?

৪) কোন প্রাণীর মাথা কেটে নিলেও প্রায় ৯দিন বেঁচে থাকতে পারে?

৫) তিব্বতিরা একে বলে 'চোমেলুঙ্গমা', নেপালিরা একে বলে সাগরমাতা, সারা বিশ্বে এটি কী নামে পরিচিত?

৬) কোন খেলাকে কেন্দ্র করে সারা বিশ্বে সবচেয়ে বেশি সিনেমা নির্মিত হয়েছে?

৭) লুডো একটি ল্যাটিন ভাষার শব্দ। এর অর্থ কী?

৮) ঝাড়খণ্ডের একটি রেলষ্টেশনের নাম বদলে হচ্ছে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু জংশন। কোন ষ্টেশন?

৯) 'নার্গিস', সিডার, 'আবে', 'খাইমুক' এই নামগুলি একই জিনিসের। কীসের নাম?

১০) শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোর বর্তমান নাম কী?

১১) "পদিপিসির বর্মী বাক্স" কার লেখা?

১২) "বুড়ো আংলার" লেখক কে ?

১৩) 'ভারতরত্ন' —কোন পাতার আদলে তৈরি হয়?

১৪) 'নন্দন' —এর নামের নক্সা কে এঁকেছিলেন ?

১৫) কোন রাজ্য থেকে পর পর তিনজন ভারতরত্ন পেয়েছেন?

১৬) 'পাকানো সুঁটি, বিনুনি দুটি' —কোন কবির লেখা?

১৭) সম্প্রতি মঙ্গলগ্রহে কোন মহাকাশযান নেমেছে?

(উত্তরঃ প্রচ্ছদের ৩য় পৃষ্ঠায়।)

❑ সংকলক ঃ-রমেন্দ্রনারায়ণ বিশ্বাস

দুটো ছবির অমিল কোথায়?



জানো কি? এর উত্তর ঃ—

উত্তর ঃ- (১) ব্যবসায়ী (২) ৪টি (চারটি) (৩) কলা (৪) আরশোলা (৫) মাউন্ট এভারেষ্ট (৬) বক্সিং (৭) *I Play* বা আমি খেলি (৮) গোমো (৯) ঝড় (১০) জয়বর্ধনে পুরাকোট্টে (১১) লীলা মজুমদার (১২) অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩) অশ্বত্থ পাতা (১৪) সত্যজিৎ রায় (১৫) তামিলনাড়ু (১৬) সত্যেন্দ্রনাথ ~~রায়~~ (১৭) ফিনিক্স।



হৃদম, ধুবুলিয়া রেলবাজার নদিয়া। সম্পাদক, রমেন্দ্রনারায়ণ বিশ্বাস কর্তৃক প্রকাশিত ও মা-কালি প্রিন্টার্স, ধুবুলিয়া, নদিয়া থেকে মুদ্রিত।